🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

বাঘের ভয়ে সিঁটিয়ে সুন্দরবন

বিশেষ সংবাদদাতা | পাথরপ্রতিমা, ১৫ নভেম্বর

শীতের মরশুম শুরু হতেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আতঙ্কে নতুন করে প্রহর গুনছেন সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন। গত কয়েকদিনে লোকালয়ের কাছাকাছি বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ ও রাতের গর্জনে জঙ্গল-লাগোয়া গ্রামগুলির বাসিন্দাদের রীতিমতো ঘুম উড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাথরপ্রতিমা ছাড়াও গোসাবা, কুলতলি ও হিঙ্গলগঞ্জের মতো নদী-তীরবর্তী একাধিক গ্রামে বাঘের এই অবাধ প্রবেশের নেপথ্যে উঠে এসেছে স্থানীয়দের জীবন-জীবিকার এক মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব। লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর প্রবেশ আটকাতে বনদপ্তরের তরফ থেকে নদীর পাড় বরাবর মজবুত স্টিলের ফেন্সিং তৈরি করা হলেও, নদী বা খাঁড়িতে মাছ ও কাঁকড়া ধরার তাগিদে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের একাংশ রাতের অন্ধকারে সেই বেড়া কেটে ফেলছেন। শীতকালে নদীতে এমনিতেই জলস্তর অনেকটা কমে যায়, তার ওপর ভাটার সময় কাদা হেঁটে নদী পেরিয়ে আসা বাঘের পক্ষে আরও সহজ হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই কাটা বেড়ার ফাঁক গলেই জঙ্গল থেকে অনায়াসে গ্রামে ঢুকে পড়ছে দক্ষিণরায়। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি গ্রামে ঢুকে বাঘের গবাদি পশু তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অত্যন্ত আতঙ্কের সুরে জানাচ্ছেন, সন্ধে নামলেই জঙ্গল থেকে বাঘের ডাক ভেসে আসছে, যার ফলে চরম ভয়ের মধ্যে রাত জাগতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আদি বাসস্থান সুন্দরবনে শীতকালে কাটা ফেন্সিং গলে লোকালয়ে ঢুকে বাঘের কার্যত 'পৌষ মাস' চলছে, যা বনদপ্তরের দুশ্চিন্তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ফেন্সিং কাটলে কড়া আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রশাসন সাফ জানিয়েছে, গ্রামবাসীরা নিজেরা সচেতন না হলে রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে বাঘের এই অনুপ্রবেশ কোনোভাবেই ঠেকানো সম্ভব নয়।